

আয়কর আইন, ২০২৩

(২০২৩ সনের ১২ নং আইন)

[২২ জুন, ২০২৩]

Income-tax Ordinance, 1984 রহিতক্রমে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর ও বলবৎ রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যিক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষ্যে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু আয়কর, অগ্রিম আয়কর, উৎসে কর, ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও অন্য কোনো প্রকারের কর আরোপের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ, আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা আবশ্যিক; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) রহিতক্রমে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অংশ ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত

শিরোনাম

এবং প্রবর্তন

১। (১) এই আইন আয়কর আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) “অবলোপিত মূল্য” অর্থ তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এ সংজ্ঞায়িত অবলোপিত মূল্য;

(২) “অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) এবং যুগ্ম কর কমিশনার (আপিল);

(৩) “অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার;

(৪) “অনিবাসী” অর্থ নিবাসী নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি;

(৫) “অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ২ এর বিধান অনুসারে ৭[কর কমিশনার] কর্তৃক অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল;

(৬) “অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ১ এর বিধান অনুসারে ৮[কর কমিশনার] কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল;

(৭) “অংশীদার” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো অংশীদার এবং লভ্যাংশ গ্রহণের মাধ্যমে অংশীদার হিসাবে বিবেচিত কোনো নাবালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) “অংশীদারিত্ব” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অংশীদারিত্ব;

(৯) “আইনগত প্রতিনিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর section 2 এর clause (11) এ সংজ্ঞায়িত কোনো আইনগত প্রতিনিধি;

(১০) “আত্মীয়” অর্থ কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন বা বংশানুক্রমিক পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি;

৯[***]

(১২) “আপিল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(১৩) “আয়” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর আরোপযোগ্য যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;

(খ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন উৎসে কর্তন বা সংগ্রহযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(গ) উপ-দফা (ক) তে উল্লিখিত আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;

(ঘ) চতুর্থ তফসিল এর ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্যকৃত মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি;

(ঙ) এই আইনের যেকোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;

(চ) কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ, পরিশোধ বা লেনদেন;

৬।(ছ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন যাহা—

অ) প্রাকৃতিক নহে;

আ) কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্টি নহে;

ই) দায় বা বন্ধকের বিপরীতে অধিগ্রহণ (foreclosure) নহে;

ঈ) উত্তরাধিকার, উইল, অস্থিত বা ট্রাস্টমূলে অর্জিত নহে;

উ) বিনিময় বা ক্রয়মূলে অর্জিত নহে;]

(১৪) “আয়কর” অর্থ এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোনো প্রকারের কর বা সারচার্জ;

(১৫) “আয়বর্ষ” অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;

(চ) কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো সহযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী ১২ (বারো) মাস:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোনো মূল কোম্পানির সহযোগী কোম্পানি, সহযোগী কোম্পানির সহযোগী কোম্পানিসহ, বা উহার কোনো হোল্ডিং কোম্পানি বা উহার কোনো ব্রাঞ্চ, রিপ্রেজেন্টেটিভ বা লিয়াজেঁ অফিসের ক্ষেত্রে, যদি উক্তরূপ কোম্পানি উহার হিসাব মূল কোম্পানির হিসাবের সহিত সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কোনো আয়বর্ষ অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহা হইলে, উপকর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, পৃথক কোনো ১২ (বারো) মাস আয়বর্ষ হিসাবে গণ্য হইতে পারিবে;

(১৬) “আয়ের উপর প্রদেয় কর” অর্থ এই আইনের অধীন আয়ের ভিত্তিতে আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থ;

(১৭) “উপকর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত উপকর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, এবং ট্রান্সফার প্রাইসিং অফিসার, সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ও ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) “একীভূতকরণ (merger)” অর্থ অষ্টম তফসিলে সংজ্ঞায়িত একীভূতকরণ;

(১৯) ^৭“কমিশনার” অর্থ দফা (২৬ক) এ উল্লিখিত কর কমিশনার;]

(২০) “কমিশনার (আপিল)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কর কমিশনার (আপিল);

(২১) “কর” অর্থ আয়ের উপর প্রদেয় কর, এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দণ্ড কর, সুপার কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা এই আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২২) “করদাতা” অর্থ করারোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

(ক) এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;

(খ) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-

(অ) যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা

(আ) যাহার বা অপার ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;

(গ) যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;

(ঙ) কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;

(চ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;

(ছ) যাহার ^৮[ক্ষেত্রে] এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে;

৯[***]

(২৪) “করবর্ষ” অর্থ প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং এই আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

১০[(২৫) “কর্মচারী” অর্থ যেকোনো কর্মচারী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(অ) কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, উহার যেকোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পদবি নির্বিশেষে ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি;

(আ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পদবি নির্বিশেষে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি;

(ই) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিয়োগকারী হইতে বেতন প্রাপ্ত হন, নিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন ও নিয়োগকারীর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হন এবং নিয়োগকারী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে কাজ করেন;

(ঈ) ধারা ৩২ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় প্রাপ্ত হয় এইরূপ সকল ব্যক্তি:

তবে শর্ত থাকে যে, চা-বাগানের কোনো শ্রমিক এবং দিনমজুর ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;]

(২৬) “কর অব্যাহতি” অর্থ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো করদায় হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যথা:-

(ক) রেয়াত, অবকাশ, অব্যাহতি;

(খ) হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ; বা

(গ) মোট আয় পরিগণনা হইতে কোনো আয় বাদ দেয়া;

১১[(২৬ক) “কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত এবং ধারা ৫ এর অধীন নিযুক্ত বা পদায়িত কর কমিশনার, মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) ১২[, মহাপরিচালক (পরিদর্শন), কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), কর

কমিশনার (আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট), কর কমিশনার (উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট) ও কর কমিশনার (ই-ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ইউনিট);]

(২৬খ) “কর নির্ধারণ” অর্থ এই আইনের অধীন যেকোনো প্রকারের কর নির্ধারণ এবং পুনঃকর নির্ধারণ, অতিরিক্ত কর নির্ধারণ, অধিকতর কর নির্ধারণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(২৭) “করমুক্ত সীমা” অর্থ মোট আয়ের কোনো সীমা যাহা শূন্য করহার বিশিষ্ট;

(২৮) “করারোপিত লভ্যাংশ” অর্থ সেই লভ্যাংশ আয় যাহার উপর ইতোমধ্যে এই আইনের অধীন আয়কর পরিশোধ করা হইয়াছে;

(২৯) “কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট” অর্থ কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস্ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট;

(৩০) “কারিগরি সেবার ফি” অর্থ ব্যবস্থাপনা, কারিগরি বা পরামর্শক সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিদান, এককালীন প্রাপ্ত প্রতিদানসহ, এবং কোনো কারিগরি বা অন্য কোনো পেশাজীবীর সেবাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) প্রতিদান গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত কোনো নির্মাণ কার্য, যন্ত্রাদি জোড়া প্রদানের কার্য, খনি বিষয়ক কার্য বা এইরূপ বিষয় সংক্রান্ত প্রকল্প হইতে প্রাপ্য প্রতিদান; অথবা

(খ) প্রতিদান গ্রহীতার “চাকরি হইতে আয়” আয় হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য কোনো প্রতিদান;

(৩১) “কোম্পানি” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের লিয়াজেঁ অফিস, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস;

(খ) যেকোনো বিদেশি সত্তা বা ব্যক্তির স্থায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান;

(গ) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংঘ বা সংস্থা;

(ঘ) যেকোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) যেকোনো শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন, ফাউন্ডেশন, সমিতি, সমবায় সমিতি এবং যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সহিত নিবন্ধিত কোনো প্রতিষ্ঠান;

(ছ) কোনো ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, জয়েন্ট ভেঞ্চার বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠন, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তিবর্গের কেহ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি বা বিদেশি সত্তা হয়;

(জ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা;

(ঝ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সত্তা;

(ঞ) স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল ব্যতীত অন্য সকল সত্তা;

(ট) কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশি সংঘ বা সংস্থা যাহা, বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানি হিসাবে ঘোষিত হইতে পারে;

(৩২) “খেলাপি করদাতা” অর্থ-

(ক) কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনানুযায়ী কোনো কর পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনানুযায়ী খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইয়াছেন;

(৩৩) “গবেষণা ও উন্নয়ন” অর্থ প্রণালিবদ্ধ (systematic), অনুসন্ধানী (investigative) এবং পরীক্ষামূলক (experimental) অধ্যয়ন যাহা-

(ক) অভিনব অথবা কারিগরি ঝুঁকি সংবলিত হইতে হইবে;

(খ) বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি জগতের হইতে হইবে;

(গ) নূতন জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হইতে হইবে; অথবা

(ঘ) উৎপাদন অথবা উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, কৃষিপণ্য বা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে অধ্যয়নের ফলাফল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতে হইবে,

তবে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যে পরিচালিত অধ্যয়ন গবেষণা বা উন্নয়ন অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) উপকরণ, যন্ত্র বা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বা রুটিন টেস্টিং;

(আ) শিল্পকলা ও মানবতা এবং সামাজিক বিজ্ঞানে পরিচালিত গবেষণা;

(ই) আর্থিক দলিলাদি বা আর্থিক পণ্যের সৃষ্টি ও উন্নয়ন;

(ঈ) বাজার গবেষণা বা বিক্রয় প্রচার, রুটিন উপাত্ত (data) সংগ্রহ, ইফিসিয়েন্সি সার্ভে বা ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন;

(উ) উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, প্রক্রিয়া বা উৎপাদন পদ্ধতির রুটিন অদলবদল বা পরিবর্তন;

(ঊ) উপকরণ, যন্ত্র, পণ্য, প্রক্রিয়া বা উৎপাদন পদ্ধতির সামান্য (cosmetic) অদলবদল বা স্টাইলের পরিবর্তন; বা

(ঋ) ট্রেডমার্ক বা সুনাম সৃষ্টি বা উন্নতি;

(৩৪) “গণকর্মচারী” অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো গণকর্মচারী;

(৩৫) “চাকরি” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো পদ যাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা, সময় সময়, নির্ধারিতব্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী;

(খ) কোনো পরিচালক পদ বা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো পদ;

(গ) সরকারি অফিসের কোনো পদের দায়িত্বে থাকা বা কার্য করা;

(৩৬) “চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট” অর্থ Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট;

১৩[(৩৬ক) “চার্টার্ড সেক্রেটারি” অর্থ চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড সেক্রেটারি;]

(৩৭) “ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট” বা “প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট” অর্থে International Financial Reporting Standards (IFRS) এর আওতায় প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণী এবং হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সমরূপ বিবরণীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৮) “ট্রাস্ট” অর্থ Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর অধীন গঠিত ট্রাস্ট এবং Specific Relief Act, 1877 (Act No. II of 1877) এ সংজ্ঞায়িত ট্রাস্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট কোনো কোম্পানি বা তহবিল গঠনের পূর্বশর্ত অথবা কোম্পানি বা তহবিল পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি বা, ক্ষেত্রমত, তহবিল করযোগ্য সত্ত্বা হইবে এবং ট্রাস্ট করযোগ্য সত্ত্বা হিসাবে বিবেচিত হইবে না;

(৩৯) “ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(৪০) “ডিমার্জার” অর্থ অষ্টম তফসিলে সংজ্ঞায়িত ডিমার্জার;

(৪১) “তফসিলি ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর article 2(j) -তে সংজ্ঞায়িত কোনো তফসিলি ব্যাংক;

(৪২) “তহবিল” অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা বিধির অধীন সৃষ্ট বা স্বীকৃত কোনো তহবিল;

(৪৩) “দাতব্য উদ্দেশ্য” অর্থ-

(ক) দরিদ্রের জন্য ত্রাণ, শিক্ষা ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ; এবং

(খ) সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার,

তবে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না-

(অ) যদি না উহা ১৪[কর কমিশনার] কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং

(আ) যদি উহা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম উহা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হউক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করিলে এবং কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পণের মোট মূল্য ১৫[১ (এক) কোটি] টাকা অতিক্রম করিলে;

(৪৪) “ধারকৃত অর্থ” অর্থে ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রে জমার মাধ্যমে গৃহীত অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৫) “নিবাসী” অর্থ কোনো আয়বর্ষে-

(ক) এইরূপ ১৬[কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি] যিনি নিম্নবর্ণিত সময়ব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছেন-

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম ১৮৩ (একশত তিরিশি) বা ততোধিক দিন; বা

(আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট ৯০ (নব্বই) দিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষাট্টি) অথবা ততোধিক দিন;

(খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

(গ) কোনো বাংলাদেশি কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানি যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হইতে সংঘটিত হইয়াছে; এবং

(ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, সত্ত্বা বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্বা যাহাদের সৃষ্টি বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন হইয়াছে বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

(৪৬) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৪৭) “নিয়োগকর্তা” অর্থে প্রাক্তন নিয়োগকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

১৭[(৪৮) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ, কোনো মূলধনী সম্পদ বা ব্যবসা বা উদ্যোগ এর ক্ষেত্রে-

(ক) সংশ্লিষ্ট দিনে খোলা বাজারে উক্ত সম্পদ বা ব্যবসা বা উদ্যোগ বিক্রয় করা হইলে যেই মূল্য পাওয়া যাইতো সেই মূল্য, এবং, যেই ক্ষেত্রে উক্তরূপে মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার কর্তৃক, কর কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, ধার্যকৃত মূল্য;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক কোনো সম্পদ ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তির মেয়াদপূর্তিতে বা অন্য কোনোভাবে উক্ত চুক্তির সমাপনান্তে ইজারাগ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট মূল্য:

তবে এইক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অবশিষ্ট মূল্য এবং ইজারা চুক্তি বহাল থাকাকালীন উক্ত সম্পদের মূল্য বাবদ যেই পরিমাণ অর্থ আদায়কৃত হইয়াছে তাহার একত্রিত মূল্য ইজারাদাতা ফাইন্যান্স কোম্পানির অর্জনমূল্য বাবদ ব্যয়িত অর্থের চাইতে কম হইবে না;]

(৪৯) “পণ্য” অর্থ সিকিউরিটিজ ও অর্থ ব্যতীত সকল প্রকার দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি;

(৫০) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ-

(ক) পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধভাবে পণ্যের অধিকার হস্তান্তর; বা

(খ) লিজ, ভাড়া, কিস্তি বা অন্য কোনোভাবে পণ্য ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং ফাইন্যান্স লিজের অধীন পণ্য বিক্রয় ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫১) “পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার এবং পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার;

(৫২) “পরিদর্শক” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কর পরিদর্শক;

(৫৩) “পরিচালক” বা “ব্যবস্থাপক” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপক;

(৫৪) “প্রধান কর্মকর্তা” অর্থে কোনো কোম্পানি ১৮[***] বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, এজেন্ট বা অ্যাকাউন্টেন্ট, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অথবা উক্ত ^{১৯}[কোম্পানি] বা সংঘের কার্যাদি পরিচালনা বা হিসাব সম্পাদনের জন্য দায়ী কোনো কর্মকর্তা; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি ^{২০}[***] বা সংঘের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি যাহাকে উপকর কমিশনার কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা গণ্যে নোটিশ করা হইয়াছে;

(৫৫) “পারকুইজিট” অর্থ ধারা ৩২ এ সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট;

(৫৬) “প্রতিবন্ধী ব্যক্তি” অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;

(৫৭) “ফটকা কারবার” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যবসা যেইক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি এইরূপভাবে সম্পন্ন করা হয়, যাহার ফলে পণ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরিত বা সরবরাহ না করিয়াও অন্যভাবে নিষ্পত্তি হইতে পারে, তবে এইরূপ কোনো ব্যবসা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাহাতে-

(ক) কোনো কাঁচামাল অথবা পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করিবার সময় ভবিষ্যৎ দরদাম হ্রাসবৃদ্ধি জনিত লোকসান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উহার নিশ্চিত মূল্য প্রাপ্তির স্বার্থে কোনো উৎপাদক যথাযথভাবে বিলি বণ্টন বা সরবরাহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়;

(খ) দরদাম হ্রাসবৃদ্ধির কারণে স্বীয় দখলীকৃত স্টক ও শেয়ারের লোকসানের আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইবার লক্ষ্যে ডিলার বা বিনিয়োগকারীর সহিত স্টক ও শেয়ারের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়; এবং

(গ) অগ্রিম বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য তাহার পাইকারি ও মধ্যস্থত্ব প্রকৃতির ব্যবসার লোকসানে, যাহা উক্ত সদস্যের ব্যবসার স্বাভাবিকতায় দেখা দিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার প্রতিকারার্থে কোনো চুক্তি সম্পাদন করেন;

ব্যাখ্যা। - এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(অ) পণ্য অর্থে শেয়ার বা স্টকও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(আ) কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ এবং কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় ফটকা কারবার হিসাবে অভিহিত হইবে না;

২১[(৫৭ক) “ফাইন্যান্স কোম্পানি” অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) তে সংজ্ঞায়িত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি;]

(৫৮) “ফার্ম” অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ফার্ম;

(৫৯) “বৎসর” অর্থ অর্থবৎসর;

(৬০) “বাজারমূল্য” অর্থ-

(ক) যেইক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য কাঁচা অবস্থায় সাধারণভাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় বা উৎপাদনের সহিত নিযুক্ত কৃষকের মাধ্যমে বিক্রয়ার্থে প্রক্রিয়াজাতপূর্বক বিক্রয় উপযোগী করা হয়, সেইক্ষেত্রে পণ্যটি হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর সর্ব প্রথম যেই বৎসর কর নির্ধারণ করা হইবে উহার পূর্ববর্তী সমগ্র বৎসরব্যাপী উহা যে মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে উহার গড়মূল্য; এবং

(খ) যেইক্ষেত্রে উক্ত কৃষিজাত পণ্য সাধারণত কাঁচা অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করা না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অর্থের সমষ্টি-

(অ) চাষাবাদের ব্যয়;

(আ) উৎপাদিত ফসল যে ভূমিতে জন্মায় উক্ত ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া; এবং

(ই) উপকর কমিশনার কর্তৃক কৃষিপণ্য হিসাবে বিবেচিত ও তর্কিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারিত মুনাফার হার;

(৬১) “বাংলাদেশি কোম্পানি” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত ও নিগমিত কোনো কোম্পানি, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত কার্যালয় রহিয়াছে এইরূপ কোনো সত্ত্বাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬২) “বার্ষিক মূল্য” অর্থ কোনো সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে-

২২[(ক) কোনো সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গত বার্ষিক ভাড়া;]

(খ) যেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ উপ-দফা (ক) অনুযায়ী নিরূপিত অঙ্কের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া;

(৬৩) “বিক্রয়লব্ধ অর্থ” অর্থ-

(ক) পরিসম্পদ বিক্রয় করা হইলে উক্ত পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা ন্যায্য বাজার মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক;

(খ) বিনিময়ের মাধ্যমে পরিসম্পদ হস্তান্তর হইলে উক্ত হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

(গ) বিক্রয় বা বিনিময় ব্যতীত অন্য কোনোভাবে পরিসম্পদ হস্তান্তর করা হইলে উক্ত হস্তান্তরের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণমূল্য;

(ঘ) কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস বা হারাইয়া গেলে উক্ত পরিসম্পদের স্ক্র্যাপ মূল্য, বা পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থসহ উহা বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অর্থ;

(ঙ) বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ অধিগ্রহণ করা হইলে, অধিগ্রহণকৃত বাবদ পরিশোধিত ক্ষতিপূরণ;

(চ) করদাতার কৃষিকাজে পরিসম্পদের ব্যবহার সমাপ্ত হইলে, সমাপ্ত হইবার সময় উক্ত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

(ছ) কোনো প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে ব্যবহারের পর তাহা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি বা হস্তান্তর হইলে প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্য;

(জ) কোনো ২৩[মোটরযানের] মূল্য তৃতীয় তফসিলের অধীন সর্বোচ্চসীমা সাপেক্ষে হইলে তাহার পরিমাণ হইবে –

ক × (খ/গ), যেখানে-

ক= যানটি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ;

খ= তৃতীয় তফসিলে যেই পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে;

গ= যানটি অর্জনের জন্য নির্বাহকৃত প্রকৃত ব্যয়;

ব্যাখ্যা।-“বিক্রয়” অর্থে বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর বা বলবৎ কোনো আইনের অধীন আবশ্যিকভাবে অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬৪) “বিদেশি কোম্পানি” অর্থ কোনো কোম্পানি যাহা বাংলাদেশি কোম্পানি নহে;

(৬৫) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬৬) “বৈজ্ঞানিক গবেষণা” অর্থ জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক বা ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে পরিচালিত কোনো কার্যক্রম;

(৬৭) “বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ব্যয়” অর্থে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দান অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) অবচয় বা অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা প্রযোজ্য এইরূপ কোনো পরিসম্পদ বা স্পর্শাতীত (intangible) পরিসম্পদ অধিগ্রহণ;

(খ) স্থায়ী পরিসম্পদ অধিগ্রহণ; বা

(গ) কোনো প্রাকৃতিক পরিসম্পদের অস্তিত্ব, অবস্থান, ব্যাপ্তি বা মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;

(৬৮) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর article 3 এর clause (1) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(৬৯) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭০) “ব্যবসা” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

(খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

(গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

(ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

(৭১) “ব্যাংক কোম্পানি” অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭২) “ব্যাংক ট্রান্সফার” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) ব্যাংকের এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে ক্রসড চেক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো পন্থায় অর্থের স্থানান্তর;

(খ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর;

(গ) চালানের মাধ্যমে সরকার বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি, চার্জ, শুল্ক-করাদি বা অন্য কোনো অর্থ সরকার বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পরিশোধ;

(৭৩) “মজুদ” অর্থ ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায়-

(ক) উৎপাদিত বা তৈরিকৃত যেকোনো কিছু;

(খ) তৈরি, বিক্রয় বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আহরিত বা ক্রয়কৃত যেকোনো কিছু; অথবা

(গ) উৎপাদন বা তৈরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ সকল উপাদান বা সরবরাহ,

তবে শেয়ার বা স্টক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৭৪) “মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(৭৫) “মহাপরিচালক (পরিদর্শন)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (পরিদর্শন);

(৭৬) “মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)” অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ);

(৭৭) “মূলধনি পরিসম্পদ” অর্থ-

- (ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;
- (খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;
- (গ) কোনো ংসিকিউরিটিজ],

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যাহা করদাতা কর্তৃক অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তাহার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় নাই;

(৭৮) “মোট আয়” অর্থ এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ধারা ২৬ এ উল্লিখিত মোট আয়, এবং তৎসহ এই আইনের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্য যেকোনো আয়;

(৭৯) “রয়্যালটি” অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জিত হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রতিদান এবং “মূলধনি আয়” খাতে প্রাপকের আয় হিসাবে গণ্য প্রতিদান ব্যতীত এককালীন কোনো প্রতিদানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) পেটেন্ট, শিল্প নকশা বা ট্রেডমার্ক বা মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পত্তির অনুমোদিত লাইসেন্সসহ সকল বা যেকোনো স্বত্ব হস্তান্তর করিবার মাধ্যমে;

(খ) পেটেন্ট, শিল্প নকশা বা ট্রেডমার্ক বা মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পত্তির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;

(গ) পেটেন্ট, শিল্প নকশা বা ট্রেডমার্ক বা মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো সম্পত্তির এইরূপ সম্পত্তি ব্যবহার করিবার মাধ্যমে;

(ঘ) প্রযুক্তিগত, শৈল্পিক, বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা কলা-কৌশল সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;

(ঙ) সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মের বিক্রয়, বিতরণ বা প্রদর্শন ব্যতীত কপিরাইট বা ফিল্মের লাইসেন্স প্রদানসহ যেকোনো স্বত্ব হস্তান্তর; অথবা

(চ) পূর্বে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত কোনো সেবা প্রদানের মাধ্যমে;

(৮০) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ ও রপ্তানি অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

২৫[(৮০ক) “রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ” অর্থ-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের ২৬[পনেরোতম দিন অথবা যেইক্ষেত্রে উক্ত পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন];

(গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;

(ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তাহার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-

(অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা

(আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে ২৭[বাংলাদেশের] বাহিরে অবস্থান করেন;

(ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে অনিবার্য কারণ বিবেচনায় কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত তারিখ যাহা উপ-দফা (ক), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত

দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি হইবে না;

(চ) যদি উপ-দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস।]

(৮১) “লভ্যাংশ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত মুনাফার কোনো বিতরণ, যদি এইরূপ বণ্টনের ফলে কোম্পানির পরিসম্পদ বা রিজার্ভ পূর্ণ বা আংশিকভাবে হ্রাস পায়;

(খ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, যেকোনো প্রকারের ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত মুনাফার কোনো বিতরণ;

(গ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানির অবসায়নকালে উক্তরূপ অবসায়নের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানির পুঞ্জীভূত মুনাফা আকারে সংরক্ষিত অর্থ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;

(ঘ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;

(ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরিত কোনো মুনাফা;

(চ) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা অন্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা বিতরণ;

(ছ) কোনো ^{২৮}[***] কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হউক বা না হউক, অথবা এইরূপ কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) যেইক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়নকালে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানির উদ্ভূত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নহে, সেইক্ষেত্রে উপ-দফা (গ) বা (ঘ) অনুসারে অগ্রাধিকার শেয়ারসহ যেকোনো শেয়ারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগদ অর্থ আকারে বিতরণ, অথবা ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-স্টকের দায়মোচন;

(আ) যেইক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করাই কোনো কোম্পানির মূল ব্যবসা সেইক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় কোনো শেয়ারহোল্ডারকে প্রদত্ত অগ্রিম বা ঋণ;

(ই) কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যাহা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অর্থের বিপরীতে কোম্পানি কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে এবং ২৯[উপ-দফা (ছ)] এর অর্থে লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত, যাহার ক্ষেত্রে উক্তরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে ততটুকু;

(ঈ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বোনাস শেয়ার;

৩০[উ] কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক কর পরবর্তী মুনাফা স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হইলে উক্ত বণ্টনকৃত অংশ;

ব্যাখ্যা।-“পুঞ্জীভূত মুনাফা” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে,-

(ক) এই দফায়, এই আইনের অধীন অনুমোদনযোগ্য কোনো ভাতা, কর্তন বা অব্যাহতির মাধ্যমে সৃষ্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ রিজার্ভ;

(খ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে, এইরূপ বণ্টনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির সকল মুনাফা; এবং

(গ) উপ-দফা (গ) এর ক্ষেত্রে, কোম্পানিটি অবসায়নের তারিখ পর্যন্ত উহার সকল মুনাফা;

(৮২) “শেয়ারহোল্ডার” অর্থে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮৩) “সদস্য (কর)” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর) হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(৮৪) “সন্তান” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তির সৎ সন্তান ও পোষ্য সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮৫) “সমবায় সমিতি” অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন), বা সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সমবায় সমিতি;

(৮৬) “সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন সহকারী কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(৮৭) “সিকিউরিটিজ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে^{৩/৪}

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, mÂqcl, ঋণপত্র (Debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ডক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৮৮) “সুদ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) যেকোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা, যেমন- ঋণ, ধার, ট্রেড ক্রেডিট, অগ্রিম, সিকিউরিটি বা গ্যারান্টির বিপরীতে পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সুদ বা আর্থিক দায়; বা

(খ) সেবা ফি বা এইরূপ কোনো প্রকারের দায় বা পরিশোধ যাহা আর্থিক সমতুল্যে সুদ হিসাবে গণ্য হইবে,

তবে অর্থ বা মূলধন সংগ্রহের সহিত জড়িত ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৮৯) “সেবা” অর্থ যেকোনো সেবা, তবে পণ্য, স্থাবর সম্পত্তি এবং অর্থ (money) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

৩[(৮৯ক) “স্বীকৃত করদায়” অর্থ দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন এর ভিত্তিতে, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৭৩, ১৭৪ বা ১৮১ অনুযায়ী পরিগণিত প্রদেয় আয়কর দায়;]

(৯০) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এইরূপ ভবিষ্য তহবিল যাহা দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ৩ এর বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত;

(৯১) “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” অর্থ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ;

(৯২) “স্থায়ী স্থাপনা (permanent establishment)” অর্থ ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসার সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থান বা কার্যক্রম যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ ব্যবসা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) ব্যবস্থাপনার কোনো স্থান;

(খ) কোনো শাখা;

(গ) কোনো এজেন্সি;

(ঘ) কোনো অফিস;

(ঙ) কোনো গুদাম;

(চ) কোনো কারখানা;

(ছ) কোনো কর্মশিবির;

(জ) কোনো খনি, তৈল অথবা গ্যাসকূপ, ভূ-গর্ভস্থ খাদ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন বা আহরণের জন্য অন্য কোনো স্থান;

(ঝ) কোনো খামার বা বৃক্ষায়ন;

(ঞ) কোনো নির্মাণ স্থান, কোনো নির্মাণ, স্থাপন বা সংযোজন প্রকল্প বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো তদারকি কার্যক্রম;

(ট) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত ব্যক্তির দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোনো জনবল কর্তৃক কনসালটেন্সি সেবাসহ কোনো সেবা প্রদান, যদি উক্তরূপ কার্যক্রম বাংলাদেশে (একই কাজে বা উক্ত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কাজে) অব্যাহতভাবে চলে; এবং

(ঠ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তির সহযোগী সত্তা বা উক্ত অনিবাসী ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি যিনি অনিবাসী ব্যক্তির বাংলাদেশে সম্পাদিত কোনো বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করেন;

(৯৩) “হস্তান্তর” অর্থে মূলধনি পরিসম্পদের ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা ত্যাগ বা পরিসম্পদের কোনো স্বত্ব বিলোপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) মূলধনি পরিসম্পদের হস্তান্তর যদি দানমূলে, উইলমূলে, অছিয়তমূলে বা অবাতিলযোগ্য কোনো ট্রাস্টমূলে সংঘটিত হয়;

(খ) কোম্পানির অবসায়নকালে শেষার হোল্ডারগণের নিকট যদি উহার পরিসম্পদ যেকোনো উপায়ে বিতরণ করা হয়; এবং

(গ) ফার্ম বা অন্যবিধ ব্যক্তিসংঘের বিলুপ্তির মুহূর্তে অথবা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বিভক্তিকালে যদি কোনো মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণ করা হয়।

আইনের প্রাধান্য

৩। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

(২) অন্য কোনো আইন বা উহার কোনো বিধান যদি এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা সেই আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ ২

কর প্রশাসন

আয়কর কর্তৃপক্ষ

৪। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত আয়কর কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:-

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(খ) মুখ্য কর কমিশনার;

(গ) মহাপরিচালক (পরিদর্শন);

(ঘ) কর কমিশনার (আপিল);

(ঙ) কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট);

(চ) মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ);

(ছ) মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(জ) কর কমিশনার;

(ঝ) অতিরিক্ত কর কমিশনার যিনি অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা ৩২[পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)], ৩৩[পরিচালক (প্রশিক্ষণ)], অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিদর্শন) বা পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার;

(ঞ) যুগ্মকর কমিশনার যিনি যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), ৩৪[যুগ্ম পরিচালক (প্রশিক্ষণ)], ৩৫[যুগ্মপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)], ৩৬[যুগ্ম মহাপরিচালক (পরিদর্শন)] বা পরিদর্শী যুগ্মকর কমিশনার;

(ট) উপকর কমিশনার ৩৭, উপ মহাপরিচালক (পরিদর্শন), উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩৮[বা উপপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)];

(ঠ) কর কমিশনার কর্তৃক তাহার অধিক্ষেত্রাধীন উপকর কমিশনারগণের মধ্য হইতে মনোনীত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার;

(ড) সহকারী কর কমিশনার ৩৯, সহকারী মহাপরিচালক (পরিদর্শন), সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৪০[বা সহকারী পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)];

(ঢ) অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার; এবং

(ণ) কর পরিদর্শক।

আয়কর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ

৫। (১) প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সাপেক্ষে, আয়কর কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত হইবেন।

(২) বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোনো ব্যক্তিকে আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ ও পদায়ন করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড, সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

৪১[(৪) কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ তাহার বিদ্যমান পদের অব্যবহিত উচ্চতর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়িত হইলে তিনি উক্তরূপ উচ্চতর পদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।]

ক্ষমতা অর্পণ

৪২[৬। (১) বোর্ড, আদেশ দ্বারা,—

(ক) উহার কোনো ক্ষমতা অধীনস্থ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে;

(খ) কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, তাহার কোনো ক্ষমতা তাহার অধীনস্থ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।]

আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থতা ও নিয়ন্ত্রণ

৭। বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আয়কর কর্তৃপক্ষসমূহের অধীনস্থতা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান করিতে পারিবে।

আয়কর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং অধিক্ষেত্র

৮। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, সদস্য (কর) সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক (পরিদর্শন) নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবেন, যথা:-

(ক) এই আইনের অধীন কার্যধারার বাস্তবায়ন পরিদর্শন;

(খ) পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া করনীতি সংস্কারের প্রস্তাব এবং কর প্রশাসন উন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণ;

(গ) বোর্ডের নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে মতামত এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রতিবেদন আকারে পেশকরণ; এবং

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

(৩) মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবেন, যথা:-

(ক) করদাতাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা কার্য;

(খ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আয়কর রেকর্ড বিশ্লেষণ;

(গ) অংশ ১৩ এবং অংশ ১৫ এ উল্লিখিত কর পরিহার, গোপনকৃত আয় ও অনিয়ম শনাক্তকরণ;

(ঘ) কর ফাঁকি বা গোপনকৃত আয় উদঘাটন বা কর সংক্রান্ত অন্য কোনো অনিয়ম প্রমাণ করিবার জন্য এবং জরিমানা প্রদানপূর্বক কর পুনরুদ্ধারের জন্য কর জালিয়াতি বা কর জালিয়াতির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে, উপযুক্তরূপে মামলা পরিচালনার সুপারিশ প্রদানের জন্য তদন্ত পরিচালনা;

(ঙ) অন্য কোনো আইন দ্বারা অনুমোদিত বা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্য কোনো কার্য;

(৪) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে, আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা কার্যাবলি পরিবর্তন করিতে পারিবে বা এক আয়কর কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও ক্ষমতা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত এইরূপ হস্তান্তর স্বাভাবিক কার্যধারার যেকোনো পর্যায়ে করা যাইবে এবং যে পর্যায়ে হস্তান্তর হইয়াছিল সেই পর্যায় হইতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, করদাতাগণের কর নির্ধারণের স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উত্তরসূরি কর্তৃক কর্তৃত্ব প্রয়োগ

৯। এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার ক্ষেত্রে, যদি কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ আয়কর কর্তৃপক্ষ পূর্বসূরি কোনো কার্য যে পর্যায়ে অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন উক্ত পর্যায় হইতে শুরু করিবে।

বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ

১০। এই আইনের অধীন কোনো কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তি, উক্তরূপ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা অনুসরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ৪৩[****] অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কমিশনার (আপিল) এর বিবেচনায় হস্তক্ষেপ হইতে পারে এইরূপ কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে না।

উপকর কমিশনারের প্রতি নির্দেশনা

১১। এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম পরিচালনাকালে উপকর কমিশনার যে আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ থাকিবেন সেই কর্তৃপক্ষ অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদ্বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি উপকর কমিশনারকে সহযোগিতা অথবা নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

কর নির্ধারণী কার্যক্রমে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ

১২। (১) কমিশনার, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীক্ষেত্রাধীন নির্দিষ্ট কোনো মামলা বা মামলা শ্রেণি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণি সম্পর্কিত সকল বা কোনো কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীন কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যক্রম উক্ত কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত উর্ধ্বতন আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত কোনো আদেশ, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কোনো বিধির অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষের কোনো রেফারেন্স অব্যবহিত উর্ধ্বতন আয়কর কর্তৃপক্ষ বরাবর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ ৩

কর আপিল ট্রাইব্যুনাল

কর আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

১৩। (১) এই আইনের অধীন আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার একজন প্রেসিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে, সময় সময়, কর আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না, যদি না-

(ক) তিনি কোনো সময়ে বোর্ডের সদস্য হইয়া থাকেন বা বর্তমানে বোর্ডের সদস্যের দায়িত্বে থাকেন;

৪৪[খ) তিনি জেলা ও দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত আছেন;]

(গ) তিনি কর কমিশনার হইয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি ধারা ৩২৭ এর অধীন কর আইনজীবী এবং পেশাগতভাবে আয়কর কার্যালয়ে অনূ্যন ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন; বা

(ঙ) তিনি পেশাগতভাবে আর্থিক ও কর সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন কার্যে বিশেষজ্ঞ এবং অনূ্যন ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন;

(৩) সরকার, আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে, যিনি বোর্ডের সদস্য ৪৫[***] আছেন, প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করিবে।

বেঞ্চ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ

১৪। (১) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বা শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হইলে, আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যসমূহ ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চসমূহ, অতঃপর বেঞ্চ বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বেঞ্চে অনূ্যন ২ (দুই) জন সদস্য থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত প্রতিটি বেঞ্চের অনূ্যন একজন সদস্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ হইতে নিযুক্ত হইবেন, যথা :

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্য, বা

(খ) কর কমিশনার।

বেঞ্চের সিদ্ধান্ত

১৫। (১) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো মামলার ক্ষেত্রে বা সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(২) কোনো বিষয়ে বেঞ্চের সদস্যগণ সমানভাবে বিভক্ত হইলে তাহা লিখিতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং উহা প্রেসিডেন্ট আপিল ট্রাইব্যুনালের এক বা একাধিক সদস্যের নিকট শুনানির জন্য প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি

সংখ্যাগরিষ্ঠ আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের, যাহারা প্রথমবার শুনানি করিয়াছেন তাহাৰাসহ, মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৪৬(৩) আপিল ট্রাইব্যুনালের কোনো বেঞ্চে কেবল ২ (দুই) জন সদস্য থাকিলে এবং মতামত ভিন্ন হইলে, উক্ত মামলাটি শুনানির উদ্দেশ্যে সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের উক্ত বেঞ্চে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং মামলার সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনালের উক্ত বেঞ্চে সদস্যগণের অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।]

**একজন
সদস্য কর্তৃক
ক্ষমতা
প্রয়োগ**

১৬। ধারা ১৪ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ইহার কোনো এক বা একাধিক সদস্য কর্তৃক যৌথভাবে বা পৃথকভাবে ব্যবহার প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**কার্যপদ্ধতি
নিয়ন্ত্রণ**

১৭। এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ইহার নিজস্ব ও বেঞ্চসমূহ কোন্ স্থানে কার্যনিষ্পত্তি করিবে তাহাৰাসহ অন্যান্য কার্যনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিষয়সমূহ নিরসন সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

অংশ ৪

আয়কর ধার্যকরণ

প্রথম অধ্যায়

কর ধার্যকরণের ভিত্তি

কর ধার্যকরণ

১৮। (১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন কোনো করবর্ষভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে:

তবে আয়বর্ষ ব্যতীত অন্য কোনো মেয়াদে অর্জিত আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের বিধানানুযায়ী নিম্নবর্ণিত করাধি ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে, যথা:-

(ক) উৎসে কর;

(খ) অগ্রিম আয়কর;

(গ) ন্যূনতম কর; এবং

(ঘ) অন্য কোনো কর।

(৪) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন নির্ধারিত হারে ও প্রকৃতিতে সারচার্জ অথবা অন্য কোনো চার্জ ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা হইবে।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৭ এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত হারে কর আরোপিত হইবে, যথা:-

(ক) মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়;

(খ) লভ্যাংশ হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়; এবং

(গ) লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তি।

অতিরিক্ত কর আরোপ

১৯। এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ ^{৪৭}[কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় নিয়োগ] প্রদান বা কর্মের সুযোগ প্রদান করিলে এইরূপ ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, অতিরিক্ত কর হিসাবে পরিশোধ করিবে।

[বিলুপ্ত]

^{৪৮}[***]

রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ

২১। (১) যেইক্ষেত্রে কোনো নিবাসী বাংলাদেশি ^{৪৯}[করদাতা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশী ছিলেন বা আছেন এইরূপ] করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশস্থ সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায় এবং করদাতা উক্তরূপ সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন অথবা উপস্থাপিত ব্যাখ্যা উপকর কমিশনারের নিকট

সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার বিদেশস্থ সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে উক্ত করদাতার উপর আরোপ করিবেন এবং আদায় করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে করদাতাকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানা করদাতার কোনো পরিসম্পদ বা করদাতার পক্ষে অন্য কেহ কোনো পরিসম্পদ ধারণ করিলে তাহা বিক্রয় বা বাজেয়াপ্ত করিয়া আদায় করিতে পারিবেন।

(৫) যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, করদাতার রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দেশে ও বিদেশে তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৬) বোর্ড, রিটার্নে অপ্রদর্শিত কোনো সম্পত্তি ধারণ প্রতিরোধে বা বিদেশে পাচারকৃত কোনো সম্পত্তি উদ্ধারে-

(ক) যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; বা

(খ) উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার নিমিত্ত সম্মতি প্রদান, অনুমতি প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**সংরক্ষিত
আয়
(retained
earnings),
সঞ্চিতি
(reserve),
উদ্বৃত্ত
(surplus),
ইত্যাদির
উপর কর
আরোপ**

৫০[২২। এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষিত আয়ে অথবা কোনো তহবিল, সঞ্চিতি বা উদ্বৃত্তে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর পরবর্তী নীট আয় হইতে অর্থ স্থানান্তর করিয়া থাকে এবং উক্ত স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ কর পরবর্তী নীট

আয়ের ৭০% (সত্তর শতাংশ) অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেই আয়বর্ষে কোম্পানি কর্তৃক যেই পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হইয়াছে উহার উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।]

স্টক লভ্যাংশের উপর কর আরোপ

২৩। এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক লভ্যাংশ ঘোষিত বা বিতরণকৃত নগদ লভ্যাংশকে অতিক্রম করিলে অথবা নগদ লভ্যাংশ ব্যতীত কেবল স্টক লভ্যাংশের ঘোষণা বা বিতরণ করা হইলে, সেই আয়বর্ষে কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক লভ্যাংশের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।

আয়ের স্বপ্রগোদিত প্রদর্শন

২৪। প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ এবং উক্ত তফসিলের সকল শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত আয় চলতি করবর্ষের আয়ের সহিত রিটার্নে প্রদর্শন করা যাইবে, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তি যাহার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হয় নাই এবং যিনি উক্ত এক বা একাধিক বৎসরের জন্য কোনো রিটার্ন দাখিল করেন নাই, উক্ত ব্যক্তির পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের খাতওয়ারি আয়; বা

(খ) কোনো ব্যক্তি যাহার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, তবে এইরূপ আয় নির্ধারণের সময় কোনো আয় বাদ পড়িয়াছে অথবা নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণ প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তির উক্ত কম প্রদর্শিত আয়।]

কর পরিগণনার বিশেষ বিধান

২৫। যেইক্ষেত্রে ২৩[চতুর্থ, পঞ্চম এবং] অষ্টম তফসিলে কোনো ব্যক্তি শ্রেণির আয় পরিগণনার জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট আয় পরিগণনার জন্য বিশেষ বিধান করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় আয়ের আওতা

মোট আয়ের আওতা

২৬। এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো নিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোনো উৎস হইতে আহরিত (derived) নিম্নবর্ণিত আয়, যথা-

(অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত (accrued) বা উদ্ভূত (arised), অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;

(আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত;

(ই) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা

(ঈ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;

(খ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোনো উৎস হইতে আহরিত নিম্নবর্ণিত আয়, যথা-

(অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত, অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা

(আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত বলিয়া গণ্য আয়

২৭। নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) পরিশোধের স্থান নির্বিশেষে চাকরি হইতে আয় খাতভুক্ত যেকোনো আয়, যদি তাহা-

(অ) বাংলাদেশে অর্জিত হয়; বা

(আ) সেবা প্রদানের বিপরীতে যদি সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পরিশোধ করা হয়;

(খ) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উপচিত বা উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-

(অ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো স্থায়ী স্থাপনা;

(আ) বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো স্পর্শাতীত (intangible) সম্পত্তি, বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো সম্পত্তি, অধিকার, অথবা আয়ের অন্য কোনো উৎস; বা

(ই) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর;

(ঈ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ক্রেতার নিকট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়; বা

(উ) বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি;

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,

(ক) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো কোম্পানির শেয়ার, তাহা যাহার নিকট থাকুক না কেন, বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

(অ) স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়; বা

(আ) যেইক্ষেত্রে স্পর্শাতীত সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশে অনিবাসী, সেইক্ষেত্রে স্পর্শাতীত সম্পত্তিটি যদি উপরিবর্ণিত অনিবাসীর বাংলাদেশে অবস্থিত স্থায়ী এস্টাব্লিসমেন্টের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়:

(গ) বাংলাদেশে অনিবাসী কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত শেয়ার হস্তান্তর যেখানেই সংঘটিত হউক না কেন, এবং উক্ত কোম্পানির বাংলাদেশে কোনো পরিসম্পদ থাকিলে উক্ত হস্তান্তরিত শেয়ারমূল্যের যতটুকু বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো পরিসম্পদের মূল্যের সহিত সম্পর্কিত ততটুকু পর্যন্ত অঙ্ক বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো পরিসম্পদ হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বাংলাদেশি কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধিত কোনো লভ্যাংশ;

(ঙ) সুদ হিসাবে প্রদেয় কোনো আয়, যদি তাহা-

(অ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় হয়;

(আ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি ঋণ বা ধারকৃত অর্থ-

(১) বাংলাদেশের বাহির হইতে গৃহীত হয়; এবং

(২) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(ই) বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বা বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত বা ব্যবহৃত কোনো ঋণের বা ধারকৃত কোনো অর্থের বিপরীতে কোনো অনিবাসী কর্তৃক প্রদেয় হয়;

(চ) কারিগরি সেবার জন্য ফি হিসাবে প্রাপ্ত কোনো আয়, যদি তাহা-

(অ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা

(আ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্ত ফি-

(১) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত সেবার বিপরীতে প্রদেয় হয়; অথবা

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত সেবার বিপরীতে প্রদেয় হয়;

(ই) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্য কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সেবার ফি হিসাবে কোনো অনিবাসী কর্তৃক প্রদেয় হয়;

ছ) রয়্যালটি আয়, যাহা-

(অ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য;

(আ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্ত রয়্যালটি-

(১) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো স্বত্ত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসাবে প্রদেয় হয়; অথবা

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো স্বত্ত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসাবে প্রদেয় হয়;

(ই) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্য কোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের জন্য ব্যবহৃত কোনো স্বত্ত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসাবে কোনো অনিবাসী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য;

(জ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ঝুঁকি হইতে রক্ষার বিপরীতে কোনো নিবাসী বা অনিবাসী দ্বারা উপচিত বা প্রদেয় বিমা বা পুনঃবিমার প্রিমিয়াম।

**মোট আয়ের
আওতায়
একই আয়
দুই বার
অন্তর্ভুক্ত না
হওয়া**

২৮। যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো অর্থ কোনো ব্যক্তির বরাবর উপচিত বা উদ্ভূত হইয়া অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক আয় হিসাবে মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ উক্ত ব্যক্তির বরাবর বাংলাদেশে অন্য কোনো আয়বর্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়া মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

অংশ ৫

আয় পরিগণনা

প্রথম অধ্যায়

মোট আয়

**মোট আয়
পরিগণনা**

২৯। সকল খাতের আয় যোগ করিয়া মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

**আয়ের
খাতসমূহ**

৩০। এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, আয়কর আরোপ এবং মোট আয় পরিগণনার জন্য, যেকোনো আয় নিম্নবর্ণিত কোনো একটি খাতে শ্রেণিবদ্ধ হইবে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে আয়;

(খ) ভাড়া হইতে আয়;

(গ) কৃষি হইতে আয়;

(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;

(ঙ) মূলধনি আয়;

(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

আয় একীভূতকরণ

৩১। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) উক্ত ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তাহার অংশ;

(খ) উক্ত ব্যক্তির ^{৫৩}উক্ত ব্যক্তি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি হইলে, উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্ৰাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্ৰাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এইরূপ আয়ের উপর উক্ত ^{৫৪}[স্বাভাবিক] ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এইরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্ৰাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

^{৫৫}[***]

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাকরি হইতে আয়

চাকরি হইতে আয়

৩২। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;

(খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়;

(গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা

(ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হইতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা।

(২) নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

৫৬[(ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নহে এইরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হৃদযন্ত্র, বৃক্ক, চক্ষু, যকৃত ও মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অপারেশন, কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং ক্যানসার সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;]

(খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা ৫৭[;]

৫৮[(গ) কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম।]

ব্যাখ্যা।-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,

(ক) “বেতন” অর্থ কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অঙ্ক এবং নিম্নবর্ণিত বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(অ) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;

(আ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;

(ই) অগ্রিম বেতন;

(ঈ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;

(উ) পারকুইজিট;

(ঊ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

(খ) “বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি” অথবা “বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;

- (ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (গ) “পারকুইজিট” অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেন্টিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;
- (আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
- ৯[ই) কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম;]
- (ঘ) “মূল বেতন” অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং
- (আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
- (ঙ) “নিয়োগকর্তা” অর্থ যিনি নিয়োগ দান করিয়া থাকেন এবং বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করিয়া থাকেন বা নিয়োগকর্তার পক্ষে উক্ত কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তিও নিয়োগকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

**পারকুইজিট,
ভাতা ও
সুবিধাদির
আর্থিক মূল্য
নির্ধারণ**

৩৩। আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারিত হইবে, যথা:-

সারণী

| ক্রমিক নং | পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি | নির্ধারিত মূল্য |
|--------------|--|--|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | আবাসন সুবিধা | <p>(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হইলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হইলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য;</p> <p>(খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।</p> |
| ২। | মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা | <p>৩।(ক) ১৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১৫ (পনেরো) হাজার টাকা;</p> <p>(খ) ১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা;</p> <p>(গ) ২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি পর্যন্ত এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা;</p> <p>(ঘ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা।</p> |

| ক্রমিক নং | পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি | নির্ধারিত মূল্য |
|--------------|--|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ৩। | অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা | পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য। |

**কর্মচারী
শেয়ার স্কিম
হইতে
অর্জিত আয়
নির্ধারণ**

৩৪। (১) কর্মচারী শেয়ার স্কিম অর্থ কোনো চুক্তি বা ব্যবস্থাপনা যাহার অধীন একটি কোম্পানি-

(ক) তাহার কোনো কর্মচারী বা তাহার কোনো সহযোগী ৬৭কোম্পানির কর্মচারী বরাবর শেয়ার বা শেয়ার অর্জনের অধিকার] ইস্যু করিতে পারিবে; বা

৬৭(খ) একটি ট্রাস্টের ট্রাস্টি বরাবর শেয়ার বা শেয়ার অর্জনের অধিকার ইস্যু করিতে পারিবে এবং পরবর্তীতে ট্রাস্টি ট্রাস্টের দলিল মোতাবেক উক্ত শেয়ার বা শেয়ার অর্জনের অধিকার দফা (ক) এ উল্লিখিত কর্মচারী বরাবর ইস্যু করিতে পারিবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরকরত উদ্ভূত লভ্যাংশ দফা (ক) এ উল্লিখিত কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারিবে।]

(২) কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হইলে, শেয়ার প্রাপ্তির বৎসরে ক-খ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সহিত যোগ হইবে, যেখানে-

ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলিতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাইবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন;

(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন।

(৪) কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে চাকরি হইতে আয়ের সহিত ক-খ নিয়মে আয় যোগ হইবে, যেখানে-

ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

৬৩ তৃতীয় অধ্যায় ভাড়া হইতে আয়

সংজ্ঞা

৩৫। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(১) “গৃহসম্পত্তি” অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা—

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

(অ) কোনো ভবন যাহা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়;

(২) “ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে স্বীয় মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৩) “সম্পত্তি” অর্থ গৃহসম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

ভাড়া হইতে আয়

৩৬। (১) কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হইতে অর্জিত মোট ভাড়ামূল্য হইতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বমোট অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উহা হইবে উক্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত ব্যক্তির ভাড়া হইতে আয়।

(২) কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ উক্ত ব্যক্তির স্বীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে বা উহা হইতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হইলে, উক্ত অংশের জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয় “ভাড়া হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা

৬৪[৩৭। (১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক= (খ+গ+ঘ)-ঙ, যেখানে-

ক= মোট ভাড়ামূল্য,

খ= গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ= উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঘ= গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

ঙ= শূন্যতা ভাতা যাহা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হইলে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক= (খ+গ), যেখানে-

ক= মোট ভাড়ামূল্য,

খ= গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ= অন্য কোনোভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার হইতে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত।]

**ভাড়া হইতে
প্রাপ্ত আয়
পরিগণনার
ক্ষেত্রে
অনুমোদনযোগ্য
বিয়োজনসমূহ**

৩৮। (১) কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হইলে তাহার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;

(খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হইলে সেই ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;

(গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যাহা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নহে;

(ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে সেই সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সহিত সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হইতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা উহার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হইবে না;

(ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত অংক, যথা:-

সারণী

| ক্রমিক নং | সম্পত্তির ধরন | সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে) |
|--------------|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি | ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) |
| ২। | অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি | ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) |

(চ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে;

(ছ) যেইক্ষেত্রে কোনো গৃহসম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বিয়োজনসমূহ অনুমোদিত হইবে, যথা:—

(ক) ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৫ অনুযায়ী যে সকল বিয়োজন যে সকল সীমা ও শর্তে অনুমোদিত;

(খ) তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত ভাতাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিয়োজন ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হইলে।

বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা

৩৯। (১) ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী কোনো সংবিধিবদ্ধ বিয়োজনের কোনো অংশ অব্যয়িত বলিয়া দাবি করিলে, উহা বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) অ্যাকাউন্টিং সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অননুমোদিত বিয়োজনসমূহ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

৬৭(৩) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বাবদ গৃহীত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে, উক্তরূপে গৃহীত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) যেইক্ষেত্রে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের বৎসরের পরবর্তী পাঁচ বৎসর অথবা চুক্তির মেয়াদ, যাহা কম হইবে, উহার মধ্যে উক্ত অর্থ সমন্বয় করিতে হইবে;

(আ) গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বা তাহার কোনো অংশ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পর অসমন্বয়কৃত থাকিলে, উক্ত অসমন্বয়কৃত অঙ্ক সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।]

৬৬(৪) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে গৃহীত অসমন্বয়যোগ্য অঙ্ক, উহা যেই নামেই অভিহিত হোক না কেন, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত অর্থকে এমনভাবে বণ্টন করা যাইবে, যাতে কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির বৎসর এবং পরবর্তী চার বৎসরে সমান অংশে তাহা গণ্য করা যায়:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক উক্ত অর্থ বা তাহার কোনো অংশ পরবর্তী কোন আয়বর্ষে ফেরত প্রদানকৃত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফেরত প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “ভাড়া হইতে আয়” পরিগণনার ক্ষেত্রে বিয়োজনযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় এর ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের বিয়োজন, ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা ও তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর নিয়মিত করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।]

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি হইতে আয়

কৃষি হইতে আয়

৪০। (১) কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হইতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ৬^৭ব্যবসা হইতে আয় খাতে প্রাপ্তি এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) ৬^৮কৃষি হইতে আয় খাতে প্রাপ্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বিশেষ কৃষি আয়

৪১। (১) ধারা ৪০ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিশেষ কৃষি আয় গণনার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোনো পরিসম্পদ করদাতার ধারা ৪০ এর কৃষিকাজে ব্যবহৃত হইবার পর কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হইলে তাহা নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণিত হইবে, যথা:-

| ক্রমিক নং | বিক্রয়লব্ধ অর্থ | আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ |
|--------------|---|--|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয় | <p>ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘মূলধনি আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;</p> <p>খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘কৃষি হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।</p> |

| | | |
|----|---|---|
| ২। | বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক না হয়, তবে অবলোপিত মূল্য হইতে অধিক হয় | ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “কৃষি হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে। |
|----|---|---|

(৩) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক তাহার কৃষিকাজে ব্যবহৃত কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হইবার কারণে কোনো বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইলে উক্ত অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে কৃষি হইতে আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

| ক্রমিক নং | বিক্রয়লব্ধ অর্থ | আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ |
|--------------|--|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক হয় | ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘মূলধনি আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার ‘কৃষি হইতে আয়’ শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে। |
| (১) | (২) | (৩) |

| | | |
|----|--|--|
| ২। | বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে অধিক না হয়, তবে অবলোপিত মূল্য হইতে অধিক হয় | ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার 'কৃষি হইতে আয়' শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে। |
|----|--|--|

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

ক = পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ,

খ= পরিসম্পদের অর্জন মূল্য, এবং

গ= তৃতীয় তফসিলের অধীন অবচয় অনুমোদনের পর পরিসম্পদের গণনাকৃত অবলোপিত মূল্য,

-কে বুঝাইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সারণির কলাম (২) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ঋণাত্মক হইলে ফলাফল 'কৃষি হইতে আয়' খাতে ব্যয়িত বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬৯[(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ কৃষি আয় হিসাবে গণ্য হইবে।]

**কৃষি হইতে
আয় খাতে
আয় গণনার
ক্ষেত্রে
অনুমোদিত
সাধারণ
বিয়োজনসমূহ**

৪২। (১) এই আইনের অধীন, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির কৃষি হইতে আয় খাতে করযোগ্য আয় গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত বৎসরে করদাতা কর্তৃক, মূলধনি ব্যয় বা ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;

(খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;

(ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হইতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হইতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;

(ছ) তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-

(অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;

(আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;

(জ) যেইক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হইয়াছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া গিয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা তাহার মাংস বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অক্ষ;

(ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যাহা মূলধনি প্রকৃতির নহে;

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এইরূপ কোনো স্কিমের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;

(ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এইরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যাহার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হইয়াছে।

(২) এই ধারার অধীন কোনো ব্যয়ের যতটুকু অংশ কৃষি হইতে আয় এর সহিত সম্পর্কিত কেবল ততটুকু অংশই অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।